আমি কেন হানাফি

রচনা
মাওলানা আমিন ছফদার

আমি কেন হানাফি

বাংলা রূপান্তর
হাবীবুল্লাহ মিসবাহ

মাকতাবাতুল হাসান

আমি কেন হানাফি
সর্বশেষ সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।
৩৭, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
বর্ণসজ্জা : মুহিব্বুল্লাহ মামুন

ISBN : 978-984-8012-13-0

মূল্য : ৪০/- টাকা মাত্র

AMI KENO HANAFI
by Mawlana Amin Safdar
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabahasan

।। অর্পণ ।।

পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ
শায়খ জিকরুল্লাহ খান সাহেব
ও উস্তাদে মুহতারাম
মুফতি জহীরুল ইসলাম সাহেব
তাঁদের আলোকিত ইলমি হায়াত কামনা
করে আমাদের এ খেদমতটুকু তাঁদের
করকমলে সঁপে দিলাম।

–হাবীবুল্লাহ মিসবাহ

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম দেখা হানাফি ও লা-মাজহাবি বিতর্ক	১৩
লা-মাজহাবিরা ছাত্রদেরকে কী শিক্ষা দেয়?	১৩
হানাফি এবং লা-মাজহাবি মতানৈক্য কী নিয়ে?	১৪
হাদিসের ভান্ডার কি কেবল লা-মাজহাবিদের কাছে?	১৫
লা-মাজহাবিদের চটকদার শ্লোগান	১৫
ফিকাহ-এর বাস্তবতা	১৬
আহলে হাদিস (লা-মাজহাবি)দের কর্মপদ্ধতি	১৬
গায়রে মুকাল্লিদদের ছয় নাম্বার	১৭
প্রথম পদ্ধতি	১৭
দ্বিতীয় পদ্ধতি	১৭
তৃতীয় পদ্ধতি	১৮
চতুর্থ পদ্ধতি	১৮
পঞ্চম পদ্ধতি	১৮
ষষ্ঠ পদ্ধতি	১৯
স্থান পরিবর্তন	১৯
খতমে নবুয়ত আন্দোলন	২০
মুনাজারার শখ	২০
ঈদগাহে	২১
আহলে হাদিসদের নিয়তের গণ্ডগোল	২২
দলিল পেশ করার দায়িত্ব কার কাঁধে?	২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
গায়রে মুকাল্লিদদের দুর্বলতা ; বিশেষ শর্ত দিয়ে দলিল দাবি করা	২৪
ঈমান কি উস্তাদের শর্তের ওপরে?	২৫
একটি প্রশ্ন	২৫
উস্তাদজির কাছে ফিরে আসা	২৬
নেমক হারামি	২৭
হেদায়াতের পরশে দ্বিতীয়বার	২৮
আহলে হাদিসদের হাদিস আতঙ্ক	২৯
হেদায়েতের দ্বারপ্রান্তে	২৯
স্মরণীয় এক মুহূর্ত	৩০
অন্ধকার থেকে আলোর পথে	৩২

অনুবাদকের কলমে

আঁধার থেকে আলোর পথে

১. বংশীয়ভাবে একটি লা-মাজহাবি পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। আব্বা-আম্মা ও ভাই-বোন ব্যতীত সকল আত্মীয়স্বজন হানাফি মতবাদে বিশ্বাসী। শৈশবে মামাদের হাত ধরে কওমি মাদরাসায় ভর্তি হই। মাদরাসায় অবস্থানকালে হানাফিদের মতো করে নামাজ পড়তাম। আব্বা আম্মার যখন নামাজ রোজা, দ্বীন-ধর্মের প্রতি একটু অনুরাগী হলেন তখন মামাদের দেখাদেখি তারাও হানাফি মাজহাব অনুসারে নামাজ রোজা করতে শুরু করেন। আমাদের পরিবারটি এভাবে লা-মাজহাবি মতবাদ ছেড়ে আজ হানাফি মাজহাবের অনুসারী হয়েছে।

২. সাতক্ষীরা সদরের অনতিদূরে অবস্থিত 'বাঁকাল' গ্রাম। লা-মাজহাবিদের বড় আলেম ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব-এর পৈত্রিক বাড়ি এ গ্রামেই। লা-মাজহাবি মতবাদের অন্যতম প্রচারক ও সংগঠক হওয়ায় তিনি সাতক্ষীরাতে অনেক সরলমনা মুসলমানকে লা-মাজহাবি মতবাদে ভিড়াতে সক্ষম হয়েছেন। ছোটোবেলায় বোনের বাড়ি বেড়াতে গেলে প্রায়সময় জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ লা-মাজহাবিদের মসজিদে পড়তাম। জুমার বয়ানে পুরা সময় জুড়ে তারা হানাফি মাজহাবের সমালোচনা করত এবং হানাফিদের আমলকৃত মাসআলার স্বপক্ষে যে হাদিস পাওয়া যায় সেগুলোকে নির্দ্বিধায় 'জাল' কিংবা 'জঈফ' সাব্যস্ত করত। ভগ্নিপতি প্রায় সময় আমাকে লা-মাজহাবি আলেম মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের মাহফিলে নিয়ে যেতেন। তাদের আলোচনার ভাবটা এমন, যেন পৃথিবীতে হানাফি মাজহাবের মতো জঘন্য মাজহাব আর দ্বিতীয়টি নেই। তারা হানাফিদের মাসআলাগুলোকে নির্দ্বিধায় দলিলহীন, মনগড়া আখ্যা দিত। তারা হানাফিদের ব্যাপারে যে সকল আপত্তি করত আমি সেগুলো নোট করে উস্তাদদের শরণাপন্ন হতাম। কিন্তু কখনো সন্তোষজনক কোনো উত্তর খুঁজে পেতাম না। ফলে ধীরে ধীরে তাদের মিথ্যাচারে বিভ্রান্ত হতে থাকলাম। একসময় ভাবতে শুরু করলাম যে, সম্ভবত আহলে হাদিসরাই সঠিক আর হানাফি মাজহাবের মাসআলা মাসায়েলগুলো কিয়াস ও জঈফ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে নামাজে বুকের উপর হাত বাঁধতাম, রফয়ে ইয়াদাইন করতাম, জোরে আমিন বলতাম।

৩. আমি দাওরায়ে হাদিস পড়েছি ঐতিহ্যবাহি জামিয়া ইসলামিয়া বাইতুন নূর-এ। আমাদের বছরই প্রথম সেখানে দাওরায়ে হাদিস শ্রেণি চালু হয়। সেখানে বাংলাদেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ, ফরিদাবাদ মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস হজরত মাওলানা জিকরুল্লাহ খান দা.বা.-এর কাছে মুসলিম শরিফ ১ম খণ্ড পূর্ণাঙ্গ পড়ার সৌভাগ্য হয়। খান সাহেব হুজুরের দরস যে কত চমৎকার এবং ইলমসমৃদ্ধ তা কেবল হুজুরের দরসে বসার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত ছাত্ররাই বলতে পারবেন। হুজুরের দরসে বসার পর এই প্রথম মনে হলো হানাফি মাজহাবসহ সকল মাজহাব হক। ধীরে ধীরে গায়রে মুকাল্লিদদের ভ্রান্তি ও অসারতা আমার সামনে স্পষ্ট হতে লাগল এবং হানাফি মাজহাবের সত্যতা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল।

বই পড়ার অভ্যাস সেই শৈশব থেকে। দাওরায়ে হাদিসের বছর অবসর সময়গুলো পার হতো বাইতুন নূর মাদরাসার সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে। এতই বই পড়ার নেশা ছিল যে, লাইব্রেরির চাবির দায়িত্ব আমার কাছে রাখতাম। সামনে নতুন কোনো বই পেলেই একটু নেড়ে চেড়ে দেখতাম। একবার উর্দু কিতাবের আলমারিতে 'তাজাল্লিয়াতে ছফদার', 'রসায়েলে আমিন ছফদার' ও 'ফুতুহাতে ছফদার' নামে কয়েকটি বই দেখলাম। বইগুলো লিখেছেন পাকিস্থানের প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা আমিন ছফদার রহ.। তিনি ছিলেন পাকিস্থানের বিখ্যাত আলেম। জীবনভর তিনি হানাফি মাজহাবের হক্কানিয়াত এবং গায়রে মুকাল্লিদদের অসারতার প্রচার প্রসারে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তিনি সারা জীবন লা-মাজহাবিদের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং 'ওকিলে আহনাফ', 'মুনাজেরে আহনাফ' প্রভৃতি খেতাব পেয়েছেন সেই তিনিই প্রথম জীবনে গোঁড়া লা-মাজহাবি ছিলেন। হানাফি মাজহাবকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। হানাফি মাজহাবের বিরুদ্ধাচরণের কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতেন না।

বিষয়টি জানার পর থেকেই কৌতূহল জাগল তার জীবনের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু জানার। কিন্তু কিভাবে জানব তার আঁধার থেকে আলোর পথে আসার ঘটনা? তার লা-মাজহাবি থাকাকালীন অবস্থা এবং হানাফি হওয়ার রহস্য জানতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কোথাও পাইনি। অবশেষে আল্লাহ তাআলার কী ইচ্ছা! কিছুদিন পূর্বে একটি উর্দু বইয়ের সন্ধান পেলাম। নাম 'ম্যায় হানাফি কেইসে বনা'? মাওলানা আমিন ছফদার রহ. এর রচিত গ্রন্থ এটি। এ বইয়ে তার লা-মাজহাবি থেকে হানাফি হওয়ার কাহিনি তিনি নিজেই লিখেছেন। বইটি হাতে পেয়েই 'আমি কেন হানাফি?' নামে অনুবাদ করা শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আজ তা মুদ্রিত হয়ে আপনাদের হাতে হাতে। বইটি পড়ে আপনার ভালো লেগে

থাকলে আমাদের জন্য দুআ করতে ভুলবেন না।

প্রিয় পাঠক! বইটির প্রকাশনা ও সংশ্লিষ্ট সকল কাজে যারা যেভাবে সহায়তা করেছেন সকলকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন। লেখক, অনুবাদক ও পাঠকের জন্য বইটি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিয়ে আসুক। আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামিন!

বইটি সুন্দর ও নির্ভুল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও কোনো ভুল-ত্রুটি, অসংলগ্নতা দৃষ্টিগোচর হলে বিষয়টি আমাদেরকে অবহিত করলে চিরকৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

হাবীবুল্লাহ মিসবাহ

২/৪/১৪৩৭ হিজরি

১৩/১/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

রাত: ১২ টা ১২ মি.

আমি কেন হানাফি...

প্রথম দেখা হানাফি ও লা-মাজহাবি বিতর্ক

আমার শৈশব কেটেছে গ্রামে। লেখা-পড়ার হাতেখড়ি গ্রামের প্রভাতি মক্তবে। নামাজ পড়তে গিয়ে দেখতাম মসজিদে প্রায় ঝগড়া বেঁধে যেত। কোনোদিন জুমার নামাজ ঝগড়া ও মারামারি ছাড়া সম্পন্ন হয়েছে এমন ঘটনা খুবই বিরল। এলাকার মুসলমানরা বেরেলভি এবং গায়রে মুকাল্লিদ দুটি দলে বিভক্ত ছিল। আর গ্রামের মধ্যে আমাদের ঘরটিই কেবল দেওবন্দি মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। বেরেলভিদের ইচ্ছা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী ইমাম রাখা হোক। আর লা-মাজহাবপন্থিরাও তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী ইমাম নিয়োগ করতে চাইত। শক্তিশালী এ দুটি দলের সামনে আমাদের একটিমাত্র পরিবারের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো মূল্য না থাকাটাই স্বাভাবিক।

এলাকাতে এমন জটিল পরিস্থিতি বিরাজ করায় পরিবারের সকলে আমার দ্বীনি শিক্ষা নিয়ে উৎকণ্ঠায় ছিলেন। আব্বাজান দেওবন্দ মতাদর্শী হওয়ায় বুঝতেন যে, বেরেলভি, লা-মাজহাবি ভ্রান্ত। তবে এতদুভয়ের মধ্যে লা-মাজহাবি মতবাদ যেহেতু তাওহিদের (একত্ববাদের) প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করত এ কারণে আব্বাজান আমার কুরআন শিক্ষার জন্য লা-মাজহাবি ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে যান।

লা-মাজহাবিরা ছাত্রদেরকে কী শিক্ষা দেয়?

ইতোপূর্বে যেহেতু আমি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে পড়েছি, এ কারণে বিদ্যা বুদ্ধি কমবেশি কিছু ছিল। উস্তাদজির কাছে প্রথমদিন যাওয়ার পরই কুরআনে কারিমের হিফজ শুরু হয়ে যায়। উস্তাদজি দু-তিন আয়াত পড়িয়ে দিতেন আমরা তা বারবার পড়ে মুখস্থ করে ফেলতাম। এরপর শুরু হতো গল্পের আসর। উস্তাদজি আমাদেরকে গর্বের সাথে বলতেন, অমুক অমুক হানাফি আলেম আমার সাথে বিতর্কে পরাজিত হয়েছে। সারা দুনিয়ার কোনো দেওবন্দি, বেরেলভি, হানাফি আমার সামনে বিতর্কে টিকতে পারেনি। এরপর উস্তাদজি কিছু ইশতেহার বের করে দেখিয়ে বলতেন, 'এটা বিশ বছর পূর্বের ইশতেহার। আমরা সারা দুনিয়ার হানাফি আলেমদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে, তারা যেন এমন একটিমাত্র হাদিস দেখায়, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

১. আজ থেকে রফয়ে ইয়াদাইন মানসুখ করা হলো।
২. এক শতাব্দী পর আমার আনীত দ্বীন রহিত হয়ে যাবে এবং তখন সকলের ওপর ইমাম আবু হানিফার তাকলিদ করা ফরজ বলে

বিবেচিত হবে।

এ ইশতেহার দেওবন্দ মাদরাসায় পাঠানো হয়েছে; কিন্তু তারা হাদিস দেখাতে পারেনি। তাদেরকে হাজার হাজার টাকার অফার করা হয়েছে কিন্তু তারা কখনো সামনে আসেনি।

আমরা যেহেতু দলিল-প্রমাণের কিছুই বুঝতাম না এবং বয়সে ছিলাম খুবই ছোটো এ কারণে উস্তাদজির মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে কথাগুলো শুনতাম এবং খুব প্রভাবিত হতাম। তবে বড্ড খারাপ লাগত যখন উস্তাদজি আমাদেরকে এই ঘটনা শুনাতেন যে, একবার আমি দিল্লী যাওয়ার পথে দেওবন্দে যাত্রা বিরতি করলাম। দেওবন্দ মাদরাসার মসজিদ তখন উস্তাদ ছাত্রে পরিপূর্ণ। নামাজের সময় ছিল একেবারেই নিকটবর্তী। আমি উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষকদের সামনে ইশতেহার বের করে বললাম, আজ বিশ বছর যাবৎ আপনাদের কাছে ইশতেহার পাঠাচ্ছি; কিন্তু আপনারা কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। আমার এহেন প্রশ্ন শুনে সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বলল, হজরত! আমরা এ জাতীয় হাদিস পড়া তো দূরের কথা কখনো শুনিওনি। বারবার হাদিস তলব করে আমাদেরকে কেন লজ্জা দিচ্ছেন?

উস্তাদজির কাছে এ জাতীয় ঘটনা শুনে আমার কচি মনে হতাশা সৃষ্টি হতো। কারণ, আমাদের ঘরে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামি বিদ্যাপীঠ। সুতরাং দেওবন্দ মাদরাসার উস্তাদদের মতো আলেমরা যদি আমার উস্তাদজির সামনে নিরুত্তর হয়ে যায় তবে আর কোথায় হাদিস পাওয়া যাবে?

হানাফি এবং লা-মাজহাবি মতানৈক্য কী নিয়ে?

আমার স্পষ্ট মনে আছে একদিন উস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করলাম, হজরত! আহলে হাদিস (লা-মাজহাবি) এবং আহলে সুন্নাতের মাঝে মূল মতানৈক্য কী নিয়ে?
উস্তাদজি বললেন, বেটা! আমরাও রাসুলের কালেমা পড়ি তারাও পড়ে। এদিক দিয়ে তাদের সাথে আমাদের মিল রয়েছে। তবে পার্থক্য হলো, আমরা বলি—যে রাসুলের কালেমা পড়া হচ্ছে, হুকুমও কেবল তারই মানতে হবে। কিন্তু তাদের কথা হলো, আমরা কালেমা পড়ব রাসুলের আর হুকুম মানব ইমাম আবু হানিফার। আমরা বলতাম, উস্তাদজি! ইমাম আবু হানিফা যদি মুসলমান আলেম হয়ে থাকেন তবে তো তার রাসুলের হাদিস অনুযায়ী মানুষদেরকে মাসআলা দেওয়ার কথা। কেননা তিনি খায়রুল কুরুন (সর্বোত্তম যুগ) এর আলেম ছিলেন। আর খায়রুল কুরুন এর কোনো আলেমের ব্যাপারে এ কথা চিন্তাই করা যায় না

যে, তিনি রাসুলের হাদিসের বিরুদ্ধাচরণ করবেন। সুতরাং আসল ব্যাপারটা কী? উস্তাদজি বলতেন, বাস্তবে ইমাম আবু হানিফা অনেক ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু তার সময়ে যেহেতু সব হাদিস সংকলিত হয়নি এজন্য তিনি কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে অনেক মাসআলা উদ্‌ঘাটন করেছেন। সাথে সাথে তিনি গুরুত্বসহকারে বলেছেন, আমার কোনো কথা যদি হাদিসের বিপরীত হয় তবে তা পরিহার করবে। কিন্তু হানাফিরা হঠকারিতা বশত তাদের ইমামের কথা মানতে নারাজ।

কিন্তু সেসময় মাথায় এ বুদ্ধি ছিল না যে, উস্তাদকে একথা জিজ্ঞেস করব, উস্তাদজি, উম্মতের মধ্যে প্রথম ফিকাহ তারপর হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা কেন উপলব্ধি হলো? তা ছাড়া সিহাহ সিত্তার সংকলকদের সকলে চার মাজহাবের ইমামগণের পরে জন্মেছেন, এতৎসত্ত্বেও তারা তাদের হাদিস গ্রন্থসমূহে ফিকহে হানাফি কিংবা ফিকহে শাফেয়ির প্রত্যাখ্যানে কোনো অধ্যায় সন্নিবেশিত কেন করেননি?

হাদিসের ভান্ডার কি কেবল লা-মাজহাবিদের কাছে?

উস্তাদজি আমাদেরকে প্রায় বলতেন, কাপড়ের দোকানে কাপড়, চিনির দোকানে চিনি, ওষুধের দোকানে ওষুধ পাওয়া যায়। তদ্রুপ হাদিস কেবলমাত্র আহলে হাদিসদের কাছে পাওয়া যায়। অন্য কোনো মাদরাসায় হাদিস পড়ানো হয় না। তুমি যদি এ মাদরাসা থেকে চলে যাও তবে জীবনভর পা আছড়াতে আছড়াতে মরে গেলেও কোথাও কোনো হাদিস পাবে না। যে মাদরাসাতে হাদিস খুঁজতে যাবে সেখানে গিয়ে শুধু শুনবে, 'ইমাম আবু হানিফা বলেছেন', 'ইমাম শাফেয়ি বলেছেন', 'ইমাম মালেক বলেছেন', 'ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন' ইত্যাদি।

মোটকথা, আহলে হাদিসরাই কেবল হাদিস অনুযায়ী আমল করে থাকে। বাকি সবাই হাদিস বাদ দিয়ে ব্যক্তিমত অনুযায়ী আমল করে। এই চিন্তা চেতনা আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দিতে উস্তাদজি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

লা-মাজহাবিদের চটকদার শ্লোগান

আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমরা নফল, সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া তো দূরের কথা সুযোগ পেলে উলটো সুন্নাত নফল নিয়ে ঠাট্টা করতাম। কারণ, একটাই আর তা হলো হানাফিরা নফল, সুন্নাতের প্রতি বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর (হানাফিরা) যেহেতু আহলে হাদিসদের প্রধান দুশমন এজন্য তাদের সব কাজকে আমরা বিদ্রুপের দৃষ্টিতে দেখতাম। আমাদের আহলে হাদিস উস্তাদগণ নফল,

সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে মৃতপ্রায় সুন্নাতগুলো জিন্দা করতে উৎসাহিত করতেন। যেমন, নামাজের কাতারে পরস্পর পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো (তাদের মত অনুযায়ী) সুন্নাত। যেটি আজ (তাদের মতে) মৃতপ্রায়। সুতরাং তা জীবিত করলে একশত শহিদের সওয়াব হবে। তদ্রুপ সুরা ফাতেহার পর উচ্চস্বরে আমিন বলা (তাদের মতে) সুন্নাত। তাদের দাবি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা অনুচ্চস্বরে আমিন বলবে তারা ইহুদিদের মধ্যে গণ্য হবে। সুতরাং তোমরা এত জোরে আমিন বলবে যেন হানাফিদের কানে তালা লেগে যায়। তোমরা তাদের কানে যত বার আমিনের আওয়াজ পৌঁছাতে পারবে ততবার একশত শহিদের সওয়াব পাবে।

ফিকাহ-এর বাস্তবতা

উস্তাদজি দরসে মাওলানা ইউসুফ জয়পুরির লিখিত গ্রন্থ 'হাকিকাতুল ফিকাহ', মাওলানা রফিক পসরুরি লিখিত গ্রন্থ 'শমশিরে মুহাম্মদিয়া' এবং মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ি লিখিত গ্রন্থ 'শময়ে মুহাম্মদি'সহ হানাফি আলেমদের লিখিত অন্যান্য গ্রন্থাবলি থেকে আমাদেরকে পড়ে শুনাতেন। তারপর উস্তাদজি কানে আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ 'তওবা'-'তওবা' করতে করতে বলতেন, এমন জঘন্য পচা কথা হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থেও নেই। যদি ইহুদি-খ্রিষ্টান, শিখ-বৌদ্ধরা হানাফিদের এ সকল জঘন্য কথাগুলো জানতে পারে তবে ইসলামকে কত নিকৃষ্ট ভাববে? হানাফিরা আমাদের ইসলামকে কলঙ্কিত করছে।

মোদ্দাকথা, আমাদেরকে বুঝানো হতো, পৃথিবীতে হানাফি মাজহাব এতটাই নিকৃষ্ট এবং জঘন্য যে, ইহুদি-খ্রিষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখরাও পর্যন্ত এ মাজহাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

আহলে হাদিস (লা-মাজহাবি)দের কর্মপদ্ধতি

লা-মাজহাবি মতবাদের ব্যাপারে যখন আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা এবং একঘেয়েমি আসার পর উস্তাদজি প্রায় বলতেন, তোমরা সরলমনা দু'চারজন হানাফির সাথে তর্ক জুড়ে দেবে এবং একপর্যায়ে বলবে, 'ভাই! আমাদেরকে হানাফি কোনো আলেমের নিকট নিয়ে চলুন। তিনি যদি আমাদেরকে হাদিস দেখাতে পারেন তবে আমরা সবাই হানাফি হয়ে যাব।'

আমাদেরকে তারা তাদের আলেমের নিকট নিয়ে যেতেন। আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করতাম, মাওলানা সাহেব! এমন কোনো হাদিস দেখাতে পারবেন, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাদিসের অনুসরণ বাদ দিয়ে ইমাম আবু